R. N. No. 2532/57 | Phone No. 66-228, STD 03483 | Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৪ সাল।
৩০শে জুলাই, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

ফরাক্কা সরকারী বাস ডিপো ওয়ার্কশপের অভাবে ধুঁকছে

ফরাক্কা ঃ এই এলাকার সরকারী বাস ডিপোটি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার উদ্যোগে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৯৯৩ সালে পত্তন হয়েছিল। তৎকালীন পরিবহণ মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তীর উদ্বোধনী ভাষণ আজও কানে ভাসছে ওখানকার অধিবাসীদের। 'এই ডিপোটি এমন এক স্থানে হলো যে আগামী দিনে তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী'—এই উক্তি ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে বর্তমানে। ওয়ার্কশপের অভাবে ডিপোর বাসগুলো ধুঁকছে। অন্যদিকে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন এই ডিপোর উন্নতির কাজে। ডিপোর উদ্বোধনের সাথে সাথে ছোট গ্যারেজ গড়ে উঠেছিল। প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টসও রাখা হতো। ফলে পরিবহনের এই পথের বাসগুলি সব সময়েই সাহায্য পেতো। কিন্তু এখন সে সব দুষ্প্রাপ্য। ফলে বেসরকারী গ্যারেজগুলিই সরকারী বাসেরও একমাত্র (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ান বিদ্যুৎ অফিস পোড়ানোর পিছনে দুরভিসন্ধি রয়েছে বলে কিছু অধিবাসীর সন্দেহ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ১২ জুন বিক্ষুব্ধ জনতা ধুলিয়ান বিদ্যুৎ অফিস পুড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে এক মাসের উপর হয়ে গেলেও এ ঘটনার সঠিক কারণ পুলিশ জানতে পারেনি বা চায়নি। বর্তমানে অফিস চলছে বাবরআলীর বাড়ীতে। ধুলিয়ানবাসীদের একাংশের সন্দেহ এই অগ্নি সংযোগ অভিসন্ধিমূলক। বিক্ষুব্ধ জনতার রোষে ইন্ধন জুগিয়ে ইচ্ছাকৃত-ভাবে ষড়যন্ত্রকারীরা অফিস পুড়িয়ে দেয়। তাঁদের অভিযোগ এই ঘটনার কয়েকদিন আগে দপ্তরে অডিট হয় এবং হিসাবপত্রে বেশ কিছু গোলমাল ধরা পড়ে। এই তছরূপের ব্যাপারে সিটুর পরিচালিত কিছু বিদ্যুৎ কর্মী জড়িত বলে অভিযোগকারীদের সন্দেহ। সেই ঘটনাকে চাপা দেবার জন্যই ষড়যন্ত্র করে আগুন ধরিয়ে অফিসের লেজারপত্র যাতে পুড়ে যায় তার ব্যবস্থা করা হয়। অধিবাসীদের সন্দেহ এভাবে বিশাল এক তছরূপের ঘটনাকে ধামাচাপা দিতেই এই অগ্নি সংযোগ।

ফ্লাই এ্যাসকে কাজে লাগিয়ে ফিটকিরি তৈরীর কারখানা হচ্ছে

ফরাক্কা ঃ সম্প্রতি ফ্লাই এ্যাসকে কাজে লাগিয়ে এখানে এনটিপিসির সহায়তায় একটি ফিটকিরি (এ্যালাম) তৈরী কারখানার উদ্বোধন হলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এনটিপিসির জেনারেল ম্যানেজার টি, শঙ্করলিঙ্গম। উৎসবে আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন নবাগত জেনারেল ম্যানেজার বাল্মিকীপ্রসাদ এবং অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার আর, বোস (অপারেশন এ্যাণ্ড মেনটেনেন্স)। পরিকল্পনার কাজ শেষ হবে ১৯৯৭ এর শেষাশেষি বলে মনে করা হচ্ছে। উৎপন্ন হবে ১৫০০ মেট্রিকটনের মত ফিটকিরি প্রতি বছরে। ফরাক্কা এনটিপিসি মেসার্স ইকোনমিক ফ্লাই এ্যাস এ্যালামের সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদনও করেন। চুক্তির ধারা অনুযায়ী স্থানীয় কিছু সংস্থার সহায়তায় এনটিপিসি এই প্ল্যান্টের নির্মাণকার্য্যে সাহায্য করবেন। এনটিপিসি এই চুক্তির ফলে কারিগরী এবং কারিগরী জ্ঞান বিনা খরচে কোম্পানীকে দেবেন এবং উৎপন্ন এ্যালামের (শেষ পৃষ্ঠায়)

ডাকঘরের হালহকিকত

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় বড় ডাকঘরে দীর্ঘদিন পর সম্প্রতি স্থায়ী ডাকপাল যোগ দিয়েছেন। তিনি যোগ দিয়েই ডাকঘরের বেহাল অবস্থা পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়েছেন বলে খবর। অন্যদিকে বর্তমানে ডাকঘরটিতে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা মৃত আমানতকারীদের প্রাপ্য টাকা মঞ্জুর হতে আরম্ভ করেছে, বকেয়া কাজকর্মও সম্পূর্ণ হচ্ছে দ্রুতগতিতে। জনগণ নবাগত ডাক-পালকে এর জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তবে দেখা যাচ্ছে একটি বিষয়ে অসুবিধা আজও যথাপূর্বং। সেটি হচ্ছে সিঙ্গল হ্যাণ্ডেড ডাক-ঘরগুলির আমানতকারীরা দীর্ঘ তিন চার বছর ধরে তাঁদের আমানতের সুদ পাচ্ছেন না। এর কারণ কি তাও ডাকঘরগুলি সঠিকভাবে বলতে পারেন না। নয়া ডাকপাল এ সম্বন্ধে যদি তৎপর হন তবে আমানতকারীরা তাঁদের আমানত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

টি বি হাসপাতালের কাজ শেষ করতে আরও দেড়লক্ষ টাকার দাবী

ফরাক্কা ঃ বিড়ি শ্রমিকদের জন্য নির্মীয়মান ৫০ শয্যাবিশিষ্ট তারাপুর টি বি হাসপাতালের ৮০% কাজ বর্তমানে শেষ হয়েছে। বাকী ২০% কাজ শেষ হতে লাগবে আরও দেড় লাখ টাকা। এ টাকা পেলে বর্তমান আর্থিক বছরেই কাজ শেষ হয়ে হাসপাতালটি চালু হতে পারে বলে বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (সিটু) ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রাক্তন বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন মনে করেন। শ্রীখাঁন গত ৮ জুলাই কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীকে এক ফ্যাক্স বার্তা পাঠিয়ে ঐ পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করার আবেদন জানান। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চুড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

॥ হায় হাসপাতাল ! ॥

গ্রীক পুরাণে পাতালকে বলা হয় 'আণ্ডারওয়ার্ল্ড'। সেইস্থান প্রেতপুরী। মৃত্যুর পর আত্মাদের (স্পিরিট) চিরণস্থল পাতালপুরী। হিন্দুপুরাণশাস্ত্রে পাতালকে নাগলোক বলা হয়। গ্রীক পুরাণের 'অণ্ডারওয়ার্ল্ড' অন্ধকারময় এক নীরব-নিস্তব্ধ রাজ্য। সেখানে নাই কোনও আনন্দ-উচ্ছ্বাস, নাই সুন্দরের কিছু ছাপ, নাই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। কী এক হা-হুতাশ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ছড়াইয়া থাকে।

ইংরাজীতে HUSH—হাশ্ শব্দটি চুপ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আজকাল পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতাগুলি যেন সেই 'হাশ্' এবং পাতাল অর্থাৎ উল্লেখিত 'আণ্ডারওয়ার্ল্ড'—যেন সেই প্রেতপুরী। নাই হৃদয়ের প্রশ্ন, নাই মানবিকবোধের কর্মতৎপরতা। যেন এক নিস্পৃহ নিরাসক্ত ভাব।

তাহা যদি না হইবে, তবে সম্প্রতি এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত মর্মান্তিক সংবাদ পাঠকদিগকে পড়িতে হইবে কেন? কলিকাতা নারিকেলডাঙার এক তরুণ খেলোয়াড় আহ্সান হুসেনকে যেভাবে মৃত্যুবরণ করিতে হয়, তাহা হাসপাতাল সম্বন্ধে উপরিলিখিত মন্তব্য প্রযোজ্য।

খবরে প্রকাশ, আহ্সান হুসেন ফুটবল খেলিবার সময় সংজ্ঞাহীন হন। বন্ধুরা তাঁহাকে এস এস কে এম হাসপাতালে লইয়া গেলে কোনও ব্যবস্থা লওয়া হয় নাই। তরুণ বন্ধুরা তখন রোগী লইয়া এন আর এস হাসপাতালে গেলে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। অগত্যা আহ্সানকে নারিকেলডাঙার এক ডাক্তারের নিকট লইয়া গেলে ডাক্তারবাবু রোগীর অবস্থাবিচারে হাসপাতালেই লইয়া যাইতে বলেন। বন্ধুরা তাঁহাদের সংজ্ঞাহীন বন্ধুকে পুনরায় এন আর এস হাসপাতালে (নিকটস্থ বলিয়া) লইয়া যান। সেখানে আহ্সান হুসেনকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

পরিপূর্ণ অবহেলা ও কর্তব্যবিচ্যুতির জন্য এক তরতাজা তরুণের চিরবিদায় ঘটিয়া গেল। চিকিৎসা করিয়া না বাঁচিলে আহ্সানের বন্ধুদের ও আত্মীয়দের কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা মিলিত। কিন্তু হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের এই গাফিলতির কৈফিয়ৎ কোথায়? ইহা কী ধরনের ওয়ার্ক কালচার, ভাবিতে পারা যাইবে না। উভয়

ডোকরা প্রকল্প চালু হচ্ছে

রঘুনাথগঞ্জ: মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে ডি আর ডি এ-র অধীনে ডোকরা প্রকল্প চালু হচ্ছে। আমাদের প্রতিনিধিকে জঙ্গিপুরের পূর্বতন মহকুমা শাসক জানান, গ্রামের দুঃস্থ মহিলাদের সাহায্যার্থেই মূলতঃ এই প্রকল্প রচনা করা হয়েছে। তবে এই প্রকল্প বর্তমানে শুধু সাগরদীঘি ব্লকেই চালু হয়েছে। অন্যান্য ব্লকে খুব শীঘ্র চালু করা হবে। এই DWCRA বা ডোকরা প্রকল্পে প্রতি ১৫ জন দুঃস্থ মহিলাকে নিয়ে এক একটি দল তৈরী করা হবে। ঐ দল ডি আর ডি এ-র মাধ্যমে ঋণ নিয়ে আই সি ডি এস প্রকল্পে শিশুখাদ্যসহ প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী বাজার থেকে সংগ্রহ করে সরবরাহ করবে। পরিবর্তে তারা তা থেকে লভ্যাংশ পাবে। এর ফলে আই সি ডি এস প্রকল্পে ঠিকাদাররা বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ করে যে মুনাফা করতেন, তা ঐ দুঃস্থ মহিলাদের হাতে যাবে। গ্রামীন অভাবী মহিলাদের স্বনির্ভর করতে এই প্রকল্পকে সার্থক রূপদানে সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত সংস্থার সাহায্য চাওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। পঃ বঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম এই প্রকল্প চালু হয়েছে বলে খবর।

হাসপাতালের কর্মরত ডাক্তারবাবু চিকিৎসা-বিদ্যার নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্তব্যবোধ ও মনুষ্যত্ববোধকে বিসর্জন দিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহারা যতই কাজের চাপে থাকুন না কেন, হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহাদের সচেতনতার প্রয়োজন ছিল। রোগী না দেখিয়াই বিদায় দেওয়া (খবরে জানা যায়) কেমন নীতিবোধ?

আজকাল হাসপাতাল সম্বন্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর সকলেরই আছে। ঔষধ-পত্র নাই, রোগীর পথ্যাদি কহতব্য নয়, যন্ত্রপাতি প্রায় বিকল। তদুপরি চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত যাঁহারা, তাঁহাদের বৃত্তি-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ হাসপাতালগুলিকে আজ পূর্বোল্লিখিত 'আণ্ডারওয়ার্ল্ড' পর্যায়ে আনিয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে ডাক্তারবাবু ও নার্স-সিষ্টারদের কর্মকুশলতা দেখাও যায়। কিন্তু তাহা অসাধারণের জন্য। সাধারণক্ষেত্রে আহ্সান হুসেনের মত অবস্থা দেখা দেয়। মানবিক মূল্যবোধের যে নমুনা এই রাজ্যের উক্ত দুই খ্যাতিমান হাসপাতালে দেখা গেল, তাহার তুলনা অন্যান্য রাজ্যে সম্ভবত মিলিবে না। খুঁটি শক্ত না হইলে প্রতিকার 'দূর অস্ত'।

ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টার নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে মামলা

ধুলিয়ান: স্থানীয় ডাকঘরের অধীন লালপুর ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। নিয়োগ-প্রার্থী মহিলাদের মধ্যে লালপুরের কল্পনা সরকার সর্বোচ্চ নম্বরের অধিকারী হলেও মুর্শিদাবাদের ডাক সুপার তাঁকে নিয়োগ না করে কম নম্বর পাওয়া জনৈকা রুমেরা খাতুনকে নিয়োগ করেন বলে কল্পনার অভিযোগ। সে ব্যাপারে শ্রীমতী সরকার সেনট্রাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালে এক মামলা দায়ের করেন। মামলা পরিচালনা করেন রঘুনাথগঞ্জের এ্যাডভোকেট মৃণাল ব্যানার্জী। কেস নং ও, এ, এন ১৪৭/৯৭ মামলার শুনানীর দিন ছিল গত ১১ এপ্রিল '৯৭। ডাক বিভাগ উপস্থিত হলেও অন্যতম বিবাদী রুমেরা খাতুন হাজির না হওয়ায় পরবর্তী শুনানীর দিন পড়ে ৩ আগষ্ট '৯৭ বলে জানা যায়।

শাব্দিকের সাহিত্য-আড্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা: শাব্দিক পত্রিকা এবং পূর্বাভাস গোষ্ঠীর উদ্যোগে ৯৩তম ভ্রাম্যমান সাহিত্য-আড্ডার আসর বসেছিল গত ১৩ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে জঙ্গীপুর পৌরসভার গেষ্ট হাউসে। স্থানীয় এবং মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যসেবীরা এই আড্ডায় অংশ নেন।

জীবনবীমার ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থার জন্মদিন

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ১৫ জুলাই ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের রঘুনাথগঞ্জ শাখার কর্মীরা তাঁদের ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থার দশম জন্মদিন পালন করলেন। ১৯৮৮ সালে এই দিনে কয়েকজন কর্মী এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্জলন করে সংস্থার সভাপতি এবং শাখা প্রবন্ধক সৌরেন্দ্রলাল দে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচী উল্লেখ করেন। সংস্থার সদস্য পিনাকী মৈত্র, তপন রায়, বিজন ঘোষ, উমাশঙ্কর বড়ুয়ার সংগীত ও যন্ত্র সংগীত উপস্থিত শ্রোতাদের আনন্দ দেয়।

উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বন্‌ধ

রঘুনাথগঞ্জ: গত ২৩ জুলাই ছাত্র পরিষদের ডাকে পঞ্চম শ্রেণীতে সমস্ত আবেদনকারী ছাত্রীকে ভর্তি করার দাবীতে স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বন্‌ধ ডাকা হয়। ছাত্র পরিষদের অভিযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষ সব ছাত্র সংগঠনকে স্কুলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রীদের একটি করে লিষ্ট দিতে বলেন এবং তার থেকে বাছাই করে ছাত্রী নেবেন বলে জানান। কার্য্যকালে দেখা যায় ছাত্র পরিষদের লিষ্টের মাত্র দু'জন ছাত্রীকে বাছাই করা হয়েছে। বাকী ২৮ জন অন্য সংগঠনের। এরই প্রতিবাদে ছাত্র পরিষদ সমস্ত আবেদনকারীকে ভর্তির দাবী জানিয়ে এই বন্‌ধ ডাকেন।

ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা

ফরাক্কা : গত ১৭ জুলাই রাতে নতুন খুদুই-পাড়ার আরমান সেখ (৩৫) খুন হন। খবর ঘটনার দিন তাঁকে গ্রামের প্রাইমারী স্কুল চত্বর থেকে ঐ গ্রামেরই কালু, দীনেশ প্রমুখ কয়েকজন ডেকে নিয়ে যায় ও হত্যা করে বলে সন্দেহ। হত্যার কারণ জানা যায়নি বা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তবে কালু, দীনেশের নামে সুতী থানায় রাহাজানি, ছিনতাই ইত্যাদির অভিযোগ আছে বলে জানা যায়।

পাট ক্ষেতে মহিলার অত্যাচারিত মৃতদেহ

আহিরণ : গত ১৮ জুলাই সুতী থানার হারোয়া গ্রামের সে-টু রবিদাসের স্ত্রী সনকার (৩৫) মৃতদেহ ফেরী ঘাটের কাছে নদীর ধারে এক পাট ক্ষেতে পাওয়া যায়। সন্দেহ মহিলার উপর শারীরিক অত্যাচারের পরে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। খবর অন্যদিনের মত কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে সে ফিরে আসে না। খোঁজ খবর করতে গিয়ে তাঁর মৃতদেহ ঐ অবস্থায় পাওয়া যায়।

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

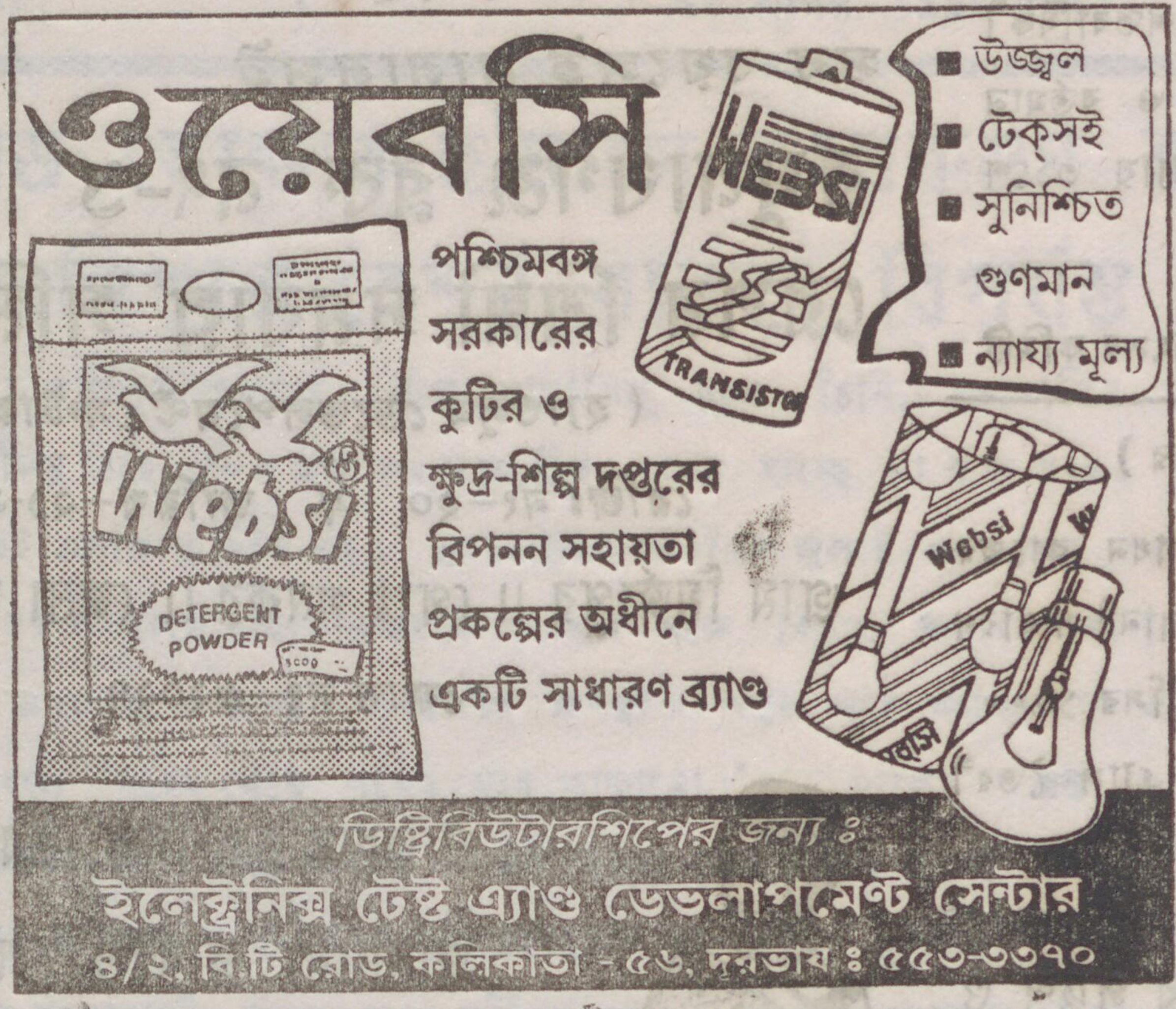

বিক্রয়

জার্মান স্পিজ (Spaniel/white) কুকুর ছানা বিক্রয় (1000/-)

যোগাযোগ :

S. K. DAS
NTPC Field Hostel Complex,
Farakka, Qtr. FHB-150
Ph. No. 03485-52524 (Resi)

সগর্বে ফিরে দেখা

সগর্বে ফিরে দেখা—
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট
সরকারের কুড়ি বছর।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা এবং সাক্ষরতার প্রসার দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ও সাক্ষরতা প্রসার জনগণের কাছে দেওয়া বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিশ্রুতির সুনির্দিষ্ট ফসল :

★ দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক।
★ প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক প্রদান
★ নজীরবিহীন সংখ্যায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা।
★ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ প্রসারণ।
★ কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি।
★ রাজ্যব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলনের অভূতপূর্ব অগ্রগতি।
★ কুড়ি বছরে রাজ্য শিক্ষা বাজেট ২৩ গুণ বৃদ্ধি।
★ তপসিলি জাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ ব্যবস্থা।
★ শিক্ষাক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ রচনা।
★ শিক্ষার সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন।

বামফ্রন্ট সরকারের কার্যক্রমের সুফল এক নবদিগন্তের উন্মেষ ঘটিয়েছে। সমাজের উন্নতিকল্পে স্বচ্ছ ধারণা, নব উদ্যোগ এবং ঐকান্তিকতা পশ্চিমবঙ্গকে প্রগতির পথে পরিচালনা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 339 (29) / Inf/MSD (11/7/97)

মানুষের কাছে, মানুষের সাথে বিশ বছর ধরে মানুষের পাশে

১৯৭৭—১৯৯৭। এই বিশ বছরে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে নানা মূলগত পরিবর্তন। সাধারণ মানুষকে পাশে নিয়ে এগিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে স্বায়ত্বশাসনের বাতাবরণ। শুধুমাত্র ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণই নয়, সরকার সাফল্য পেয়েছে ভূমিসংস্কার, কৃষি, বিদ্যুৎ, শিক্ষা প্রসার ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে। পরিবহণ ও আবাসন প্রকল্পে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক উদ্যোগ।

তা সত্ত্বেও আত্মতুষ্টির কোনও স্থান নেই। চরৈবেতির মূল মন্ত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার বদ্ধপরিকর। দায়বদ্ধ সাধারণ মানুষের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 339 (29) / Inf. / MSD (11/7/97)

ফ্রেজারনগর, গাদি, সাগরদিঘী রাস্তাটির বেহাল অবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে ফ্রেজারনগর গ্রামবাসীরা চাঁই সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের জীবিকা সবজী ফল চাষ করে রঘুনাথগঞ্জ বাজারে বিক্রী করা। ফ্রেজারনগর গ্রাম থেকে সাগরদীঘি থানার গাদি হয়ে ওদের যাতায়াত করতে হয়। দীর্ঘদিন থেকে এই পথ কাদায় ভয়াবহ দুর্গম হয়ে পড়েছে। বহু মানুষ গরু এই পথে চলতে গিয়ে কাদায় পড়ে আহত হচ্ছে। অবিলম্বে রাস্তাটি মোড়াম করা দরকার নতুবা চাষীদের উৎপাদন সামগ্রী নিয়ে বাজার যেতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

॥ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান ॥

কাঞ্চনতলা জে, ডি, জে, ইনষ্টিটিউশন, পোঃ ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ) ১৬ থেকে ২২শে নভেম্বর, ১৯৯৭ (সম্ভাব্য) শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কাম্য। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের যোগাযোগ করতে ও শতবার্ষিকী সংখ্যায় ৩১শে আগষ্ট এর মধ্যে লেখা পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

—শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি

ফিটকিরি তৈরীর কারখানা (১ম পৃষ্ঠার পর)

বৃহদাংশ কিনে নিতে বাধ্য থাকবেন প্ল্যান্টের জল পরিশোধন কাজের জন্য। এরপর যদি অবশিষ্ট থাকে তবে তা কোম্পানী সাধারণ বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। এর দ্বারা এন টি পি সির ১৬০০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন পাওয়ার ষ্টেশন থেকে যে ফ্লাই এ্যাস তৈরী হচ্ছে তা কাজে লাগাতে সক্ষম হবে।

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আরও দেড় লাখ টাকার দাবী (১ম পৃষ্ঠার পর)

উল্লেখ্য গত ১০ জুন দিল্লীতে শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে শ্রীখাঁনের হাসপাতাল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শ্রমমন্ত্রী জানান আগামী বছরের প্রথম দিকে হাসপাতালটি উদ্বোধন করা যাবে বলে তিনি মনে করেন।

ফরাক্কা সরকারী বাস ডিপো (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভরসাস্থল হওয়ায় গাড়ী খারাপ হলে সারানো হয়ে পড়েছে দুষ্কর। এখানে কর্মী সংখ্যা রয়েছে ৪৪ জন। তাঁরাও ডিপোটির উন্নতির ব্যাপারে সচেষ্ট নন। কেননা এঁরা জানেন তাঁরা সরকারী কর্মী, ডিপো চলুক আর না চলুক বেতন ভাতা অব্যাহত থাকবেই। জনগণের আশংকা ডিপোটির এই অবস্থা বহাল থাকলে অচিরে উত্তরবঙ্গের পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে।

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ॥ পোঃ গনকর ॥ জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

সনাতন দাস	ধনঞ্জয় কাদিয়া	সনাতন কালিদহ
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ☆ ফুলতলা ✶ মুর্শিদাবাদ
(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।